ওড়াকান্দী চতুঃপার্শ্বে যত গ্রাম ছিল।
বহুদিন থেকে সে প্রসাদ বিলাইল।।
কেঁদে কেঁদে করিত প্রসাদ বিতরণ।
মাঝে মাঝে করিতেন শ্রীরূপ দর্শন।।
ধন্য সে ভবানী দেবী পাণ্ডা দুইজন।
জয় জগন্নাথ পূর্ব্ববঙ্গে আগমন।।
শ্রীধাম শ্রীক্ষেত্র হ'তে যে পাণ্ডা আসিত।
ওড়াকান্দী পোদ্দারের বাড়ীতে তিষ্ঠিত।।
যাত্রী ধরি উড়ে' পাণ্ডা নি'ত ক্ষেত্রধামে।
'উড়ে' বাড়ী, উড়ে' বাড়ী নাম হ'ল ক্রমে।।
মহাপ্রভু হরিচাঁদ বসতি করিল।
'উড়িয়া নগরী' নাম ওড়াকান্দী পে'ল।।
ওড়াকান্দী শ্রীক্ষেত্র একত্র এ কাজ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।।

ভক্ত জয়চাঁদ উপাখ্যান

ঠাকুরের প্রিয়ভক্ত জয়চাঁদ ঢালী।
তাহার বসতি ছিল গ্রাম ভুষাইলী।।
মধুমতী নদী তীরে ভুষাইলী গ্রাম।
পরগণে মকিমপুর জয়চাঁদ নাম।।
মকিমপুর কাছারী চাকুরী ছিল তার।
কাছারীতে ভালবাসা ছিল সবাকার।।
নায়েব মুহুরী কিম্বা আমিন পেস্কার।
সবাই বাসেন ভাল, বাক্য মানে তার।।
জমিদার যদি কোন কার্য্য করিতেন।
জয়চাঁদ নিকটেতে সম্মতি নিতেন।।
রাণী রাসমণি তিনি বড় দয়াময়ী।
মর্ত্ত্যলোকে জন্ম ভগবতী অংশ সেই।।
তাহার অধীন মকিমপুর পরগণা।
সদর কাছারী তার মকিমপুর থানা।।
আট টাকা পায় পাইক যতজন।
দশটাকা ছিল জয়চাঁদের বেতন।।
আমলারা মফঃস্বলে নজর পাইত।
জয়চাঁদ যদি সেই সঙ্গেতে যাইত।
আমলারা নজর পাইত যেইখানে।
জয়চাঁদ নজর পাইত সেই সনে।।
এইমত সম্মানিত ছিল কাছারীতে।
অধর্ম্মের কার্য্য না করিত কোন মতে।।
নড়াইল নিবাসিনী ভবানী নামিনী।
রামকুমার বিশ্বাসের মধ্যমা ভগিণী।।
সেই মেয়ে আসিতেন ভুষাইলী গ্রামে।
ছিলেন প্রমত্তা হরিচাঁদ নামে প্রেমে।।
তাহার নিকটে শুনি হরিচাঁদ বার্ত্তা।
জয়চাঁদ সমর্পিল মন-প্রাণ-আত্মা।।
জয়চাঁদে 'ভাই ভাই' বলি ডাকিতেন।
জয়চাঁদ 'দিদি' সম্বোধন করিতেন।
ঠাকুরের মহিমা সে বহুৎ কহিল।
মন ভুলে, জয়চাঁদ ভাবোন্মত্ত হল।।
জয়চাঁদ কেঁদে কহে ভবানীর ঠাঁই।
ঠাকুর নিকটে আমি কেমনে বা যাই?
কেমন পাইব আমি ঠাকুরের দেখা?
ঠাকুরে না দেখে আর নাহি যায় থাকা।।
দেহ মন প্রাণ মম সকল নিয়াছে।
চর্ম্ম চক্ষে দৃষ্টি মাত্র বাকী রহিয়াছে।।
দেহমাত্র রহিয়াছে পিঞ্জরের প্রায়।
মনপাখী উড়ে গেছে ঠাকুর যথায়।।
আমি যে কি হইয়াছি বুঝা নাহি যায়।
হরিচাঁদ রূপ মম জেগেছে হৃদয়।।
ঝরে আঁখি রূপ যেন দেখি দেখা যায়।
শীঘ্র নিয়া হরিচাঁদে দেখাও আমায়।।'
তাহা শুনি সে ভবানী করিল স্বীকার।
'তোমাকে দেখা'ব নিয়া ঠাকুর আমার।।'